Logo

Description automatically generated

**জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ইমেইলঃ [info@nhrc.org.bd](mailto:info@nhrc.org.bd); হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

**স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-২০১ তারিখঃ ০৯ডিসেম্বর, ২০২৩**

**আগামীকাল বিশ্ব মানবাধিকার দিবস 2023 উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম**

মানবাধিকার শাশ্বত ও সর্বজনীন অধিকার জাতি ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু আন্দোলন ও সাধনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মানবাধিকার সাধনা ও প্রয়াসের ফসল হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে মানবাধিকার দিবস ২০২৩  উদযাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় স্পীকার, মাননীয় আইনমন্ত্রী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ রবিবার সকাল ১১টায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মানবাধিকার দিবস ২০২৩উদযাপিত হবে। এছাড়াও সারাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি**জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন** উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্বিক পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বাস্তবধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হচ্ছে৷ এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে৷ দেশে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার সংস্কৃতি তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা করে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতাল, শিশুসদন ও কারাগার পরিদর্শন করছে। পাশাপাশি সরকারের নিকট গবেষণালব্ধ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করছে। সরকার কমিশনের সুচিন্তিত মতামতকে আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। এটি মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা করছে।

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাঈদ

উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

০১৩১৩৭৬৮৪০৪